গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.modmr.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ কামরুল হাসান *এনডিসি*
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ১১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.
সময় : সকাল ৯.৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজন করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, বিভাগীয় কমিশনারগণ, যুগ্ম-সচিবগণ, উপসচিবগণ এবং অধিদপ্তর ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব আবু সাইদ মোঃ কামাল গত সভার (১২ মে ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত) সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

অতঃপর কার্যপত্র অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

আলোচ্যসূচিঃ১.১ কাবিটা/টিআর কর্মসূচিঃ

সভাপতি সভায় জানান যে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিটা/কাবিখা ও টি.আর) কর্মসূচির আওতায় অর্থ/খাদ্যশস্যের ১ম কিস্তি ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ যাতে সঠিকভাবে ব্যয় হয় সেটি নিশ্চিত করা হয়। কাবিটা ও টিআর খাতের বরাদ্দকৃত অর্থে গৃহীত প্রকল্পের কাজ যাতে যথাসময়ে সমাপ্ত হয় সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম টিআর বরাদ্দ জেলার আয়তন অনুযায়ী প্রদানের প্রস্তাব করেন। বিভাগীয় কমিশনার রংপুর মাননীয় সংসদ সদস্যগণের প্রকল্প দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার সভায় জানান, প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা সংক্রান্ত এ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমার (২ মাস) মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব না দেয়া হলে ধরে নেয়া হবে কোন প্রকল্প নেই। অর্থ ছাড়ের জিও'র কপি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া প্রয়োজন মর্মে বিভাগীয় কমিশিনার ময়মনসিংহ সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(ক) বিভাগীয় কমিশনারগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ তদারকিপূর্বক যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার কার্যক্রমের ওপর একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ বিভাগীয় কমিশনার (সকল), অতি: সচিব (ত্রাণ) এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।

আলোচাসূচিঃ১.২-কাবিটা ও টিআর কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ সহনীয় বাড়ী নির্মাণ কর্মসূচিঃ

সভাপতি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ন প্রকল্পের কাজে কোন সমস্যা আছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(১) দুর্যোগ সহনীয় বাড়ী নির্মাণে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা যাতে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয় সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল)।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য:

আলোচ্যসূচিঃ ১.৩-ভিজিএফ কর্মসূচিঃ

সভাপতি ভিজিএফ বরাদ্দ ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সংগে পরামর্শ গ্রহণ/সমন্বয়ের মাধ্যমে যেন কাজ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেন। তিনি ভিজিএফ বরাদ্দ ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(ক) ভিজিএফ যথাযথভাবে বিতরণ নিশ্চিতকরণসহ যে কোন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে বিভাগীয় কমিশনারগণ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) ভিজিএফ বরাদ্দ ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে কার্যক্রম গ্রহণে বিভাগীয় কমিশনারগণ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং অতি: সচিব (ত্রাণ)।

আলোচ্যসূচিঃ ১.৪- ঢেউটিন, গৃহবাবদ মঞ্জুরী, জিআর খাদ্যশস্য, জিআর ক্যাশ ইত্যাদি বিতরণঃ

সভাপতি ঢেউটিন, গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী, জিআর অর্থ ইত্যাদি যাতে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ করেন। তিনি সভায় জানান কোন দুর্যোগ ব্যতীত ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া যাবে না। যে কোন দুর্যোগে ত্রাণ হিসাবে ঢেউটিন বরাদ্দ দিতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রাপ্যতার অগ্রাধিকার যাচাই করে ঢেউটিনসহ অন্যান্য মঞ্জুরী/বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।

আলোচ্যসূচিঃ ১.৫- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচিঃ

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)র সদস্যদের পারিশ্রমিক মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তা যাচাইপূর্বক সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(১) EGPP কর্মসূচি যথাযথ তদারকিপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), এবং জেলা প্রশাসক (সকল)

আলোচ্যসূচিঃ ১.৬-অন্যান্য প্রকল্পঃ

সভাপতি সভায় জানান যে, হেরিং বোন বন্ডকরণ প্রকল্পের চাহিদা রয়েছে। এজন্য নতুন ফেজে এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের অফিস নয়। সেখানে কোন কক্ষ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে তা প্রকল্পেই নির্ধারিত রয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল সভায় জানান যে, উক্ত জেলায় অনেকগুলো মুজিবকিল্লার নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এগুলোর কাজের গুণগতমান ঠিক রেখে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সভাপতি কর্তৃক এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করার ওপর মতামত ব্যক্ত করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, জনাব রবীন্দ্র নাথ বর্ম্মণ বলেন অনেক জেলায় জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও ফিনিশিং কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন ব্রীজ/কালভার্ট সমন্বয় করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। ওয়াটার লেভেল যাতে সঠিক থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা জানান জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ কাজে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন সম্পৃক্ত নন, বিধায় এসবের নির্মাণ কাজে সমস্যা হচ্ছে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য:

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(ক) বিভাগীয় কমিশনারগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উল্লিখিত প্রকল্পের অগ্রগতি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(খ) জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ভবনের ব্যবহার প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল) এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

আলোচ্যসূচি:১.৭-সিপিপিঃ

দেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলায় সিপিপি'র কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারগণের সহযোগিতা কামনা করেন। এ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা সিপিপি'র কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন সিপিপি'র কার্যক্রম অনেক উপজেলায় জোরদার করা দরকার। বর্তমানে দেশের আরও ৬টি জেলায় সিপিপির কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো হয়েছে।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(ক) বিভাগীয় কমিশনারগণ সিপিপির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও তদারকি অব্যাহত রাখবেন।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও পরিচালক (প্রশাসন), সিপিপি।

আলোচ্যসূচিঃ ১.৮-বাংলাদেশে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিঙ্গা):

সভায় জানানো হয়, মিয়ানমার থেকে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদেরকে তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি বলেন, বিভিন্ন বর্ডার দিয়ে বেশ কিছু রোহিংগা এ দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ করছে মর্মে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে। এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে সতর্ক নজর রাখতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম জানান, এ সংক্রান্ত সভা নিয়মিত হচ্ছে।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

আলোচ্যসূচিঃ ১.৯ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণঃ

সভায় জানানো হয় সেপ্টেম্বর/২০২২ হতে নভেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ৮টি বিভাগে মোট ২১৫ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। এতে সম্পৃক্ত টাকার পরিমাণ ৬৯.২৬ কোটি (উনসত্তর কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা এবং ১৪০৪.১৩৭ মে.টন খাদ্যশস্য। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে বিভাগীয় কমিশনারগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সভাপতি অনুরোধ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রবীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন মাঠ পর্যায় থেকে অডিট রিপোর্ট মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রওশন আরা বেগম সভায় জানান, উপজেলা পর্যায়ে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সফ্টওয়্যারে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(ক) অডিট কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) বিভাগীয় কমিশনারগণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, অতি:সচিব (প্রশাসন/অডিট), দুব্যত্রাম, বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং উপসচিব (অডিট)।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য:

আলোচ্যসূচিঃ ১.১০ মোহাজের পুনর্বাসনের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিঃ

সভাপতি জানান মোহাজেরদের পুনর্বাসনের জন্য অধিগ্রহণকৃত বেদখলীয় জমিগুলো দখলমুক্ত করা আবশ্যক। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের জমিগুলোর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ করা হয়।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(ক) যে সকল জেলা হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর জমি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি বিভাগীয় কমিশনারগণ সেসব জেলা প্রশাসকদের পূর্বের প্রদত্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(খ) বিভাগীয় কমিশনারগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জমির রেকর্ড অধিদপ্তরের নামে হাল-নাগাদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করবেন;

(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জমি হালনাগাদ রেকর্ড করার জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং সকল জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

(ঘ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল)।

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/- ১৭-০১-২০২৩
মোঃ কামরুল হাসান *এনডিসি*
সচিব
ও
সভাপতি

স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.০০৬.০৯.১৮.১৮/১(১১)

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪২৯ ব. / ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতারক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। অতিরিক্ত সচিব, ...(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৪। যুগ্ম-সচিব, (রিফিউজি সেল/পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৫। পরিচালক (প্রশাসন), ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতিক র্মসূচি, ৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা।
৬। উপসচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। উপসচিব (ত্রাণ কর্মসুচি-১/অডিট/আইন/পরিকল্পনা-১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৯। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

১৭/০১/২০২৩
(আবু সাইদ মোঃ কামাল)
উপসচিব (ত্রাক-২)